লেট'স নট

অধ্যাপক চার্লস কিটরেজ লম্বা পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সহযোগী অধ্যাপক হেবার ভ্যানডারমিরের ঠোঁটে ছোঁয়ান গ্লাস্‌টা ঠেলে ফেলে দেয়া। টলমলভাবে তাঁর এই দৌড়ে আসার দৃশ্যটা অনেকটা স্লোমোশনে ব্যায়াম করার মতো দেখাচ্ছিল।

ভ্যানডারমির নিজের কাজে এতটা মগ্ন ছিলেন যে কিটরেজের দৌড়ে আসার ধুপধাপ শব্দ শুনতে পাননি। প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর তাকালেন লজ্জিতভাবে। তাঁর দৃষ্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া গ্লাসটার দিকে ও মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া তরল পদার্থের দিকে।

'কী ছিল ওতে ?' ভ্যানডারমিরের হাতটা জোরে চেপে ধরে প্রশ্ন করলেন কিটরেজ।

'পটাশিয়াম সায়ানাইড। আমরা চলে আসার সময় কিছুটা সাথেও করে নিয়ে এসেছিলাম। যদি তেমন কিছু...'

'ওটা কী আর সাহায্য করবে ? এক গ্লাসতো চলেই গেছে। এখন এটা পরিষ্কার করা দরকার...না, আমি করছি।'

কিটরেজ কার্ডবোর্ডের খণ্ড অংশ দিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুললেন, কাপড়ের টুকরোতে মুছলেন বিষাক্ত তরলটুকু। তারপর বিষণ্ন মনে কার্ডবোর্ড ও কাপড় একটা ঢালুপথে ছুড়ে দিলেন, আধ মাইল দূরে গিয়ে পড়ল ওগুলো।

ভ্যানডারমিরের দিকে ঘুরে তাকালেন কিটরেজ। ভ্যানডারমির বসেছিলেন ছোট্ট একটা খাটে, তাঁর চোখ দুটো দেয়ালের দিকে। পদার্থবিজ্ঞানীর চুল পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে, ওজনও কমে গেছে অনেক।

আশ্রয়স্থলে কোনো মোটা মানুষ নেই। কিটরেজও বদলে গেছেন, এক সময়ের এই মানুষটাকে এখন লম্বা, পাতলা ও ধূসর দেখাচ্ছে।

ভ্যানডারমির বললেন, 'পুরোন দিনগুলোর কথা স্মরণ করো, কিট।'

'আমি স্মরণ করতে চাই না।'

'কী আনন্দের দিন ছিল,' বললেন ভ্যানডারমির। 'স্কুলগুলো ছিল স্কুলের মতোই। সেখানে শ্রেণীকক্ষ ছিল, যন্ত্রপাতি ছিল, ছাত্ররা ছিল, বাতাস ছিল, আলো ছিল, আর ছিল মানুষেরা। অনেক মানুষ।'

'একটা স্কুলের মতো স্কুলে এখন রয়েছে একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্র।'

'প্রায় ঠিক বলেছ,' কাতর স্বরে বললেন ভ্যানডারমির। 'দু'জন শিক্ষক রয়েছে। তুমি, রসায়নের, আমি, পদার্থবিজ্ঞানের। আমরা দু'জন, বইয়ের বাইরে সব কিছু শেখাতে পারি। আর রয়েছে একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। সে-ই প্রথম মানুষ যে এখানে পি এইচ ডি করেছে। সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বেচারা জোনস।'

কিটরেজ তাঁর হাতদুটো ভ্যানডারমিরের পিঠে রাখলেন সান্তনা দিতে। বললেন, 'অন্য কুড়িজন বালক বালিকা আছে যারা কোনো একদিন গ্র্যাজুয়েট হবে।'

চোখ তুলে তাকালেন ভ্যানডারমির। তাঁর মুখটা ধূসর দেখাচ্ছিল। 'ইতোমধ্যে আমরা কী শেখাব তাদের ? ইতিহাস ? মানুষ কীভাবে হাইড্রোজেন দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় আর সেই বিস্ফোরণে কতটা খুশি হয় ? জিওগ্রাফি ? আমরা বর্ণনা করতে পারি কীভাবে বাতাস সবখানের উজ্জ্বল ধুলোবালিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর পারি বিদ্যুৎ দ্রবীভূত আইসোটোপগুলোকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের সমস্ত গভীর ও অগভীর স্থানে।'

banglainternet.com

কিটরেজ এটাকে খুব কঠিনভাবে দেখলেন। তিনি এবং ভ্যানডারমির ছিলেন একমাত্র যোগ্য বিজ্ঞানী যারা সময়ের ভেতর দিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। শত শত পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে তাঁরা পৃথিবীর বিপজ্জনক বুক থেকে পালিয়ে এসে এখানে গ্রহের স্তরের আধ মাইল নিচে সৃষ্টি করেছিলেন এই জীবনের পরিকল্পনা।

মরিয়া হয়ে ভ্যানডারমিরকে সাহস দেবার চেষ্টা করলেন কিটরেজ। বললেন, 'তুমি জান তাদের কী শেখাতে হবে। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানকে চালু রাখব যাতে কোনো একদিন আমরা পৃথিবীতে মানুষের পুনর্বাসন করতে পারি। সবকিছু শুরু করতে পারি নতুন করে।'

ভ্যানডারমির কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে রাখলেন।

কিটরেজ বললেন, 'কেন নয় ? এমনকি তেজস্ক্রিয়তাও চিরকালের জন্যে স্থায়ী হয় না। হাজার বছর, পাঁচ হাজার বছর থাকতে দাও এটাকে। কোনো একদিন পৃথিবীর পৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় মাত্রা সহনীয় মাত্রায় নেমে আসবে।'

'কোনো একদিন।'

'অবশ্যই। কোনো একদিন। তুমি দেখনি আমরা এখানে মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কুল বানিয়েছি ? যদি আমরা সফল হই, তুমি আর আমি, আমাদের বংশধররা মুক্ত আকাশে ঘুরবে, আবার ভিজবে বৃষ্টিতে। তাদের সব কিছুই থাকবে,' কষ্ট করে হাসলেন তিনি। 'গ্র্যাজুয়েট স্কুলগুলো সেরকম করেইতো তৈরি করেছি।'

ভ্যানডারমির বললেন, 'আমি এসবের কিছুই বিশ্বাস করি না। প্রথমত মৃত্যুর চেয়ে যখন এটাকে আমার কাছে উৎকৃষ্ট মনে হবে, কেবল তখনই আমি যে কোনো কিছু বিশ্বাস করব। কিন্তু এখন, এতে কিছুই বোঝা যায় না। তাই আমরা যা জানি তার সব কিছুই তাদের শেখাব প্রথম থেকে শেষ, আর তখন আমরা মারা যাব...এখানে।'

'কিন্তু তার আগে জোনস আমাদের কাছ থেকে শিখতে থাকবে, এবং তারপর শিখতে থাকবে অন্যেরা। বালক-বালিকাদের মধ্যে বড়জোর যারা পুরান পদ্ধতিগুলো মনে রাখতে পারবে তারা শিক্ষক হবে, আর তারপর যেসব বালক বালিকা এখানে জন্ম নেবে তারা শিখবে। এটা হবে সংকটপূর্ণ বিষয়। যদি কারো জন্ম নিয়ে অভিযোগ করা হয়, মনোবল ধ্বংস করার মতো কোনো স্মৃতি থাকবে না। এই হবে তাদের জীবন। তারা সংগ্রাম করে যাবে। কোনো কিছুর জন্যে তারা যুদ্ধ করে যাবে...একদিন জয় করবে সমগ্র বিশ্ব। যদি, ভ্যান, যদি আমরা গ্র্যাজুয়েট লেভেলে শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু বাঁচিয়ে রাখি। সেটা কেন, তুমি তা বুঝতে পেরেছ ? পারনি ?'

banglainternet.com

'অবশ্যই বুঝতে পেরেছি,' বিরক্তির সাথে বললেন ভ্যানডারমির। 'কিন্তু সেটা করা সম্ভব হবে না।'

'হাল ছেড়ে দিলেই এটা অসম্ভব হবে। আমি নিশ্চিত সব কিছুই সম্ভব।'

'বেশ, চেষ্টা করব আমি,' ফিসফিস করে বললেন ভ্যানডারমির।

কিটরেজ তার নিজের ছোট্ট খাটটার দিকে এগোলেন, বন্ধ করলেন চোখ দুটো, তারপর তীব্রভাবে আশা করলেন যে তিনি পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর তার সুরক্ষাকর কক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। এক মুহূর্তের জন্যে। তিনি নভোযানের পাশে এসে দাঁড়ালেন, যে নভোযানটার ভেতরের যন্ত্রগুলো খুলে ফেলে সেখানে জীবন সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল তখন। সেদিকে একবার নিজের মনোবলকে জাগিয়ে তুললেন তিনি। তারপর মঙ্গলের হালকা, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে তাকালেন দূরের মিট মিট করে জ্বলা মৃত সন্ধ্যা তারাটির দিকে। ওটা ছিল পৃথিবী।

অনুবাদ: মিজানুর রহমান কল্লোল

banglainternet.com